সমকাল

তারিখ 31 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে মন্তব্য

অবস্থান স্পষ্ট করলেন শিক্ষামন্ত্রী

■ সমকাল প্রতিবেদক

ফুটপাত থেকে অখ্যাত লেখকদের বই কিনে তা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন করার তথ্য ঢাবির শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট- আইইআরের একজন অধ্যাপক দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। গতকাল রোববার সচিবালয়ে জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা নিয়ে ডাকা এক সংবাদ সম্মেলনে ওই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে মন্ত্রী তার অবস্থান স্পষ্ট করেন।

এর আগে গত ২৬ অক্টোবর শিক্ষামন্ত্রী ঢাবির ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে বলেন, 'একজন' শিক্ষক বলেছেন, নীলক্ষেতের ফুটপাতে অনেক বই বিক্রি হয়- নাচ, গান, জারি, ছড়া, কবিতা নানা ধরনের বই। তারা নিজেরাও দেখেন না এসব বই। ওইসব জায়গা থেকে তারা কয়েকটি তুলে নিয়ে আসেন। এনে প্রশ্নের মধ্যে তুলে দেন ওই বইয়ের লেখক কে? কেন দেন? তাদের তো উদ্দেশ্য পাস-ফেল না। উদ্দেশ্য হলো ৩৯ জনকে বাদ দেওয়া এবং একজনকে রাখা। সে হিসেবে এটা পাস-ফেলের প্রশ্ন নয়, এতে বিভ্রান্তি হচ্ছে।'

শিক্ষামন্ত্রীর এ বক্তব্যের জবাবে গত ২৮ অক্টোবর ঢাবির উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৩

অবস্থান স্পষ্ট

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

বলেন, শিক্ষামন্ত্রী কার কাছে বা কোন শিক্ষকের কাছে এমন অসত্য তথ্য শুনেছেন, তা স্পষ্ট করেননি। এ বিষয়ে গতকাল দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তারা যে পয়েন্টের ওপর কথা বলেছেন, সেটা আমার উদাহরণের খণ্ডিত একটা অংশ মাত্র। তিনি বলেন, আমি বলেছিলাম আমাদের এখানে একটা কথা চালু হয়ে যাচ্ছে- বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় সবাই ফেল করে বা বেশির ভাগ ফেল করে। আমি বলেছিলাম যে এটা (ভর্তি পরীক্ষা) পাস-ফেলের বিষয় নয়, পাস-ফেলের প্রশ্ন হয় এসএসসি-এইচএসসিতে। আর ভর্তি পরীক্ষায় শিক্ষার্থী বাছাই করা হয়।

নাহিদ বলেন, এক বছর কথা উঠেছিল ঢাবির ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে মাত্র তিনজন পাস করেছে। সে সময়ে একটা সেমিনারে আইইআরের একজন অধ্যাপক বলেছিলেন- ওই ধরনের কঠিন প্রশ্ন করার জন্য, যাতে বাছাই করে শিক্ষার্থীদের আলাদা করা যায়। তিনি নীলক্ষেতের ওই উদাহরণ দিয়েছিলেন।

ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের পাস-ফেলের নিক্তিতে বিবেচনা না করার অনুরোধ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এতে আমাদের শিক্ষার্থীরা বিদেশে পড়তে গেলেও বিপত্তির মুখে পড়বে। এ জন্যই তিনি বিষয়টিকে পাস-ফেল হিসেবে প্রচার না করার পরামর্শ দিচ্ছেন।